بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় সারিয়্যা কুরতা'র ঘটনা বর্ণনা করেন এবং পরিশেষে কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে আজ একটি সারিয়্যা, [অর্থাৎ মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রেরিত যুদ্ধাভিযান]-এর উল্লেখ করব যা **সারিয়্যা কুরতা** নামে পরিচিত। ৬ষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (সা.) নজদবাসীর পক্ষ থেকে আক্রমণ সম্পর্কে সংবাদ প্রাপ্ত হন। তাই তিনি (সা.) **মুহাম্মদ বিন মাসলামা** (রা.)-র নেতৃত্বে ত্রিশজন অশ্বারোহী সাহাবাকে প্রেরণ করেন। যাত্রার সময় তিনি (সা.) তাদেরকে রাতে যাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং দিনে লুকিয়ে থাকার নির্দেশ দেন। যাহোক, সাহাবা (রা.) সেখানে পৌঁছার পর দেখেন, শত্রুরা তাদের পরিবারের নারী শিশুদের ফেলে পালিয়ে গেছে। সাহাবীরা তাদেরকে কিছুই বলেন নি, বরং মালে গণিমত সংগ্রহ করে মদীনায় ফেরত চলে আসেন। মহানবী (সা.) তা থেকে খুমুস পৃথক করে অবশিষ্ট সম্পদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এ যুদ্ধাভিযানে সাহাবীদেরকে উনিশ রাত মদীনার বাইরে অবস্থান করতে হয়েছিল বলে জানা যায়।

এই যুদ্ধাভিযান থেকে ফেরত আসার সময় ইয়ামামার নেতা **সুমামা বিন উসালকে** বন্দি করার ঘটনাও ঘটে। মহানবী (সা.)-এর এক দূত তার এলাকায় গেলে সে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। এছাড়া একবার সে মহানবী (সা.)-কেও হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিল। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র দল ফেরত আসার সময় পথিমধ্যে তাকে সন্দেহভাজন মনে করে আটক করেন এবং মদীনায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। **সুমামা**ও চালাকি করে নিজের পরিচয় গোপন রাখে, কেননা সে মনে করেছিল, আমার পরিচয় জানতে পারলে এর পরিণাম ভালো হবে না। বরং পরিচয় গোপন রাখলে মহানবী (সা.) হয়ত তার প্রতি দয়া করবেন। তবে, মহানবী (সা.) তাকে দেখেই চিনে ফেলেন এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) এবং তার সাথীদের বলেন, তোমরা কি জানো সে কে? তারা নেতিবাচক উত্তর দিলে তিনি (সা.) সুমামার বিষয়ে সবকিছু খুলে বলেন।

অতঃপর মহানবী (সা.) প্রকৃতিগতভাবে তার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখতে বলেন যেন সে ইসলামি পরিবেশ এবং মুসলমানদের ইবাদতের রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং তার হৃদয় কোমল হয় ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে দিনগুলোতে মহানবী (সা.) প্রতিদিন সকালে তার খোঁজখবর নিতেন এবং তার অভিপ্রায় জানতে চাইতেন। সুমামা প্রতিদিন এ কথাই বলত যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার আমাকে হত্যা করার অধিকার আছে, কেননা আমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ সাব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি আমাকে কৃতজ্ঞ পাবেন। আর যদি আপনি মুক্তিপন চান তাহলে আমি তাও দিতে প্রস্তুত আছি। ৩দিন পর্যন্ত সে মহানবী (সা.)-এর প্রশ্নের একই উত্তর দিতে থাকে। চতুর্থ দিন মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, তাকে মুক্ত করে দাও। এরপর সে সরাসরি তার শহরে যাওয়ার পরিবর্তে মদীনার কাছাকাছি একটি বাগানের জলাধারে গিয়ে গোসল করে ফেরত আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর তিনি মহানবী (সা.)-কে বলেন, **এক সময় আমি আপনার, আপনার ধর্মের এবং আপনার শহরের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলাম, কিন্তু এখন আমার কাছে আপনি, আপনার ধর্ম এবং আপনার শহর**

সর্বাধিক প্রিয়। এরপর তিনি বলেন, আমাকে যখন বন্দি করা হয়েছিল তখন আমি কাবাগৃহের উমরা'র উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। এখন আমার জন্য কী নির্দেশ? **মহানবী (সা.) তাকে উমরা করার অনুমতি প্রদান করেন এবং দোয়া করে মক্কায় পাঠিয়ে দেন।**

সেদিন তার জন্য যে খাবার আনা হয়েছিল তিনি সেখান থেকে খুব সামান্য আহার গ্রহণ করেন, অথচ ইতঃপূর্বে তিনি প্রচুর খেতেন এবং পেটুক ছিলেন। সাহাবীরা এটি দেখে অবাক হয়ে যান। মহানবী (সা.) যখন এ কথা জানতে পারেন তখন বলেন, **সকাল পর্যন্ত সে কাফিরের ন্যায় খেতো। এখন সে মুসলমান হিসেবে খাচ্ছে।** তিনি (সা.) আরও বলেন, **মু'মিন লোভাতুর দৃষ্টিতে খায় না কিন্তু কাফিররা লোভাতুর দৃষ্টিতে খায়**। অর্থাৎ মুমিনের প্রকৃত খাদ্য আধ্যাত্মিক খাদ্য হয়ে থাকে আর সে কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্য খেয়ে থাকে, পার্থিবতার প্রতি তার ততটা আগ্রহ থাকে না। কিন্তু এক কাফির কেবলামাত্র পার্থিবতায়-ই মগ্ন থাকে এবং তার সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পার্থিবতাকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খায়।

যাহোক, মক্কায় পৌঁছে তিনি মক্কাবাসীর মাঝে প্রকাশ্যে তবলীগ করতে আরম্ভ করেন। কুরাইশরা এটি অপছন্দ করে এবং চরম উত্তেজিত হয়; এমনকি তাকে হত্যা করার পরিকল্পনাও করে। কিন্তু এটি ভেবে ছেড়ে দেয় যে, সে ইয়ামামার নেতা এবং ইয়ামামার সাথে কুরাইশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে আর সেখান থেকে মক্কাবাসীর জন্য খাদ্যশস্য আসত। অপরদিকে সুমামার উদ্দীপনা তুঙ্গে ছিল। তাই তিনি মক্কা থেকে যাওয়ার সময় কুরাইশদের বলেন, খোদার কসম! ভবিষ্যতে ইয়ামামা থেকে তোমরা শস্যের একটি দানাও পাবে না যতক্ষণ না মহানবী (সা.)-এর অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর ইয়ামামা ফেরত গিয়ে তিনি তদ্রুপই করেন এবং কুরাইশ কাফেলার বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। যেহেতু মক্কার খাদ্য সরবরাহের একটি বড় অংশ ইয়ামামা থেকে আসত তাই তারা কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়। এরপর কুরাইশরা মহানবী (সা.)-এর কাছে এ বিপদ থেকে মুক্তির আবেদন করে পত্র প্রেরণ করে। শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত দেয় নি, বরং তারা তাদের নেতা আবু সুফিয়ানকেও মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে যেন তারা তাঁর (সা.) দয়া লাভ করতে পারে। আবু সুফিয়ানের কথা শুনে মহানবী (সা.) সুমামাকে পত্র মারফত মক্কাবাসীর খাদ্যশস্য আটকাতে বারণ করেন। এরপর সুমামা এ কাজ থেকে বিরত হন।

হুযূর (আই.) বলেন, উক্ত ঘটনা থেকে এটিই সাব্যস্ত হয় যে, ইসলামের শিক্ষানুযায়ী এটি পছন্দনীয় নয় যে, শত্রুর খাদ্য সরবরাহের পথ আটকানো হবে বা তাদেরকে পানাহার থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব অদ্ভুত তামাশা সৃষ্টি করে রেখেছে আর তা হলো, বেসামরিক লোকদের কাছে খাবারও পৌঁছতে দেয় না আর এর অনুকূলে বিভিন্ন বাহানা উপস্থাপন করে। যাহোক, এটি তাদের কাজ, অথচ ইসলাম কখনোই এমন শিক্ষা দেয় না। সুমামা সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে, তার মাধ্যমে ইয়ামামায় অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় মুসায়লামার মিথ্যা নবুয়্যতের দাবি এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র খিলাফতের যুগে অনেকে আবার মুরতাদও হয়েছিল তখন তিনি শুধু নিজেই ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাই নয় বরং অনেককে মুসায়লামার দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত রেখেছেন এবং মুসায়লামার অরাজকতা নির্মূল করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

খুতবার শেষের দিকে হুযুর (আই) সম্প্রতি প্রয়াত ছয়জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের একজনের জানাযা হাযের এবং পাঁচজনের জানাযা গায়েব পড়ানোর ঘোষণা দেন। তাদের

মধ্যে প্রথম স্মৃতিচারণ হলো, **যুক্তরাজ্য নিবাসী মুকাররম আব্দুল লতিফ খান সাহেবের** যিনি গত ১১ই সেপ্টেম্বর ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। মরহুম যুক্তরাজ্য জামা'তের প্রাথমিক সদস্যদের একজন ছিলেন এবং প্রায় ৫৫ বছর জামা'তের নিরলস সেবা করেছেন। তিনি ইউকে'র ন্যাশনাল আমেলার বিভিন্ন পদসহ মিডলসেক্স অঞ্চলের রিজিওনাল আমীর এবং হান্সলো জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবেও জামা'তের অসাধারণ সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুহাম্মদ যহূর খান পটিয়াল্ভী সাহেবের পুত্র এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-র ব্যক্তিগত চিকিৎসক হযরত ডাক্তার হাশমত উল্লাহ্ সাহেব (রা.)-র ভাতিজা ছিলেন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, **রাওয়ালপিণ্ডী নিবাসী শ্রদ্ধেয় মনযুর আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ তাইয়্যেব আহমদ সাহেবের।** গত ৫ ডিসেম্বর রাওয়ালপিণ্ডীতে জামা'তের এক বিরুদ্ধবাদী তাকে কুঠারাঘাতে শহীদ করেছে, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। শহীদের বংশে আহমদীয়াত তাঁর প্রপিতামহ কাদীয়ান নিবাসী জনাব উমর দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে এসেছে। শহীদের দাদা আহমদ দ্বীন সাহেব কাদীয়ানের মিনারাতুল মসীহ্ নির্মাণের সময় ফুরকান ব্যাটালিয়নে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো, **ফিলিস্তিনের গাযা নিবাসী স্নেহের মাহনাদ মুয়াইয়্যেদ আবু আওয়াদ সাহেবের।** তিনিও একটি ড্রোন হামলায় ২০ বছর বয়সে শহীদ হয়েছেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। শহীদ ঐঁসরহরঃু ভরৎংঃ-এ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছিলেন। হুযূর (আই.) শহীদের অসংখ্য গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। তার বংশে আহমদীয়াত তার পিতা মুয়াইয়্যেদ সাহেবের মাধ্যমে এসেছে। যিনি খুব সম্ভব ২০০৯ অথবা ২০১০ সালে পুরো পরিবারসহ বয়আত করেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তাকে প্রচুর বিরোধিতা এবং বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে।

চতুর্থ স্মৃতিচারণ হলো, **কাদীয়ান নিবাসী দরবেশ মৌলভী মুহাম্মদ আইয়ূব বাট সাহেবের।** যিনি সম্প্রতি শত বছর বয়সে কাদীয়ানে ইন্তেকাল করেছেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। মরহুমের বংশে আহমদীয়াত তার মা শ্রদ্ধেয়া করীম বিবি সাহেবার মাধ্যমে এসেছিল। মরহুম যুবক বয়সে মহানবী (সা.)-কে ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন এবং তার মা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তাকে ধর্মের সেবা করার সৌভাগ্য দান করবেন। এ ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ১৯৩৯ সালে জীবন উৎসর্গ করে দেশে-বিদেশে জামা'তের অমূল্য সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

পঞ্চম স্মৃতিচারণ হলো, যুক্তরাষ্ট্রের **সাবেক নায়েব আমীর জনাব ডাক্তার মাসঊদ আহমদ মালেক সাহেবের** যিনি ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী আলহাজ্ব হযরত মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.)-র প্রপৌত্র এবং মালেক আব্দুর রহমান সাহেবের পৌত্র ছিলেন। মরহুম পাকিস্তানে পড়াশোনা শেষ করে আমেরিকায় গিয়ে সেখানে জামা'তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন।

ষষ্ঠ স্মৃতিচারণ হলো, **মরহুম মিয়াঁ মুহাম্মদ শাফী সাহেবের পুত্র জনাব শাব্বির আহমদ লোধী সাহেবের** যিনি সম্প্রতি ৬২ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। মরহুমের দাদা লাধী-লাঙ্গল নিবাসী মিয়াঁ শিহাবুদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে তার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে। মরহুম মূসী ছিলেন। মরহুমের বড় ছেলে লাইবেরিয়াতে মুরুব্বী

সিলসিলাহ্ হিসেবে কর্মরত থাকায় বাবার জানাজা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। সবশেষে হুযূর (আই.) সকল মরহুমের আত্মার মাগফিরাত এবং উচ্চ পদমর্যাদার জন্য দোয়া করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের সন্তানসন্ততির সুরক্ষক ও সাহায্যকারী হন, (আমীন)।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)